Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৮ ফাল্গুন ১৪৩১

DU in Media

03 March 2025

জনকণ্ঠ

যারা ইতিহাস নির্মাণ করেন তারা রাজনীতির উর্ধ্বে

পতাকা উত্তোলন দিবসের অনুষ্ঠানে ঢাবি উপাচার্য

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ যারা ইতিহাস নির্মাণ করে তারা রাজনীতির উর্ধ্বে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান। ১৯৭১ সালের ২ মার্চ আ স ম আব্দুর রবের জাতীয় পতাকা উত্তোলন, স্বাধীন সংগ্রামে অবদান এবং পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতিতে তার ভূমিকা ইঙ্গিত করে এ কথা বলেন।

রঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক বটতলায় 'পতাকা উত্তোলন দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন ২ মার্চ বাংলাদেশ পতাকা উত্তোলন করা সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব আ স ম আব্দুর রব। শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি অনুষ্ঠানে আসতে পারেননি বলে জানা যায়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান, বিশেষ অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা স্বাগত বক্তব্য দেন কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সিদ্দিকুর রহমান খান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ।

উপাচার্য ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, ইতিহাস যারা নির্মাণ করে তারা রাজনীতির উর্ধ্বে। আমরা আ স ম আব্দুর রবকে ব্যক্তিগত পরিচয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। শারীরিক দুর্বলার কারণে তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি। ঐতিহাসিক এ দিবস উদযাপনে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেছেন। ঢাবি উপাচার্য আরও বলেন, পতাকা উত্তোলন দিবসের আয়োজনটি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হয়েছে। যারা কাজ করেছে এটা সম্পন্ন করতে কাজ করেছেন এবং আয়োজক কমিটির প্রতিটি সদস্য ও আয়োজনে যারা সহযোগিতা করেছে তাদের সকলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তিনি বলেন, আমরা চেষ্টা করব এ ধরনের আয়োজন নিয়মিত করে যেতে। এ জাতীয় আয়োজন বর্তমান পরিস্থিতিতে তাৎপর্য বহন করে। দেশ নানামুখী প্রতিকূলতা ও ষড়যন্ত্রে মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে ঐক্য ধরে রাখা অত্যন্ত জরুরি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে গর্বিত উত্তরাধিকার বহন করছি যা আমাদের সাহস দেয়। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুরো জাতিকেই সাহস দেয়। ঐক্য ধরে রাখতে। এই উদ্যোগগুলো আমরা আরও আন্তরিকতার সঙ্গে আয়োজন করা জরুরি।

সিদ্দিকুর রহমান খান বলেন, একটি দেশের স্বাধীন সার্বভৌমত্ব প্রতীক জাতীয় পতাকা। যাদের রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি তাদের বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন এবং ২০২৪ এর আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আহতের আরোগ্য কামনা করেন তিনি।

কোষাধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জন্য অবসম্ভবী ছিল। '৭১-এর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণ করে বলেন তাদের ত্যাগ না থাকলে আমরা এখানে থাকতে পারতাম না। মুক্তিযুদ্ধ কখনো ভুল ছিল না। ২০২৪ এ এসেও বৈষম্য দূর করতে শহীদ হতে হয়েছে, রক্ত দিতে হয়েছে তেমনি ১৯৭১-এও বৈষম্য দূর করতে মুক্তিযুদ্ধ করতে হয়েছিল। বাংলাদেশে যতদিন সকল প্রকার বৈষম্য দূর না হয় ততদিন যুদ্ধ চলবে।

উপ-উপাচার্য সায়মা হক বিদিশা বলেন, আমরা ঐতিহাসিক দিনে সমবেত হয়েছি। সূচনা হয় পতাকা উত্তলনের মাধ্যমে আর ৯ মাস যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হয়। এ সময় জুলাই অভ্যুত্থানে যারা শহীদ হয়েছে রক্ত দিয়েছে তাদের স্মরণ করেন তিনি। তিনি আরও বলেন, জাতীয় পতাকা আমাদের ঐক্যের জায়গা। এটা আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করে। সকল প্রকার আন্দোলনে বাংলাদেশের মানুষ গণতান্ত্রিক শক্তিতে জাতীয় পতাকাকে সামনে নিয়ে একতাবদ্ধ হয়। আমরা নতুন সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে একতাবদ্ধ হব।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৮ ফাল্গুন ১৪৩১

DU in Media

03 March 2025

যুগান্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন সংলগ্ন বটতলা প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে রোববার পতাকা দিবসের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম উদ্বোধন করছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান যুগান্তর

পতাকা উত্তোলন দিবসের অনুষ্ঠানে ঢাবি উপাচার্য

যারা ইতিহাস নির্মাণ করে তারা রাজনীতির উর্ধ্বে

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোববার 'পতাকা উত্তোলন দিবস' উদ্‌যাপন করেছে। এ উপলক্ষ্যে ঐতিহাসিক বটতলায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান বলেন, ইতিহাস যারা নির্মাণ করে, তারা রাজনীতির উর্ধ্বে। আমরা আ স ম আবদুর রবকে ব্যক্তিগত পরিচয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। শারীরিক দুর্বলতার কারণে তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি। তবে ঐতিহাসিক এ দিবস উদযাপনে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেছেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিয়াজ আহমদ খান। তিনি ১৯৭১ সালের ২ মার্চ আ স ম আবদুর রবের জাতীয় পতাকা উত্তোলন, স্বাধীন সংগ্রামে তার অবদান এবং পরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে তার ভূমিকা তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা। স্বাগত বক্তৃতা করেন কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সিদ্দিকুর রহমান খান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ।

উপাচার্য আরও বলেন, দেশ নানামুখী প্রতিকূলতা ও ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে ঐক্য ধরে রাখা অত্যন্ত জরুরি। আমরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে গর্বিত উত্তরাধিকার বহন করছি, যা আমাদের সাহস দেয়। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুরো জাতিকেও সাহস দেয়। ঐক্য ধরে রাখতে এই উদ্যোগগুলো আরও আন্তরিকতার সঙ্গে আয়োজন করা জরুরি।

গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের পতাকা উত্তোলন কর্মসূচি : পরে বেলা আড়াইটায় একই স্থানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ। সংগঠনটির কেন্দ্রীয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতাকর্মীরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। তারা জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন। এ সময় কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক আবু বাকের মজুমদার বলেন, '১৯৭১ সালের ২ মার্চ তৎকালীন ডাকসুর ভিপি আ স ম আবদুর রবের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। জাতীয় জীবনে দিনটির তাৎপর্য ধরে রাখতে আমরা এ কর্মসূচি পালন করছি।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক আব্দুল কাদের বলেন, 'পাকিস্তানি শাসকেরা নির্বাচনের পরও ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে টালবাহানা করছিল, সেই সংকটকালে তৎকালীন ডাকসুর নেতারা দেশের হাল ধরেছিলেন। দেশের মানুষের দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে ডাকসুর ভিপি স্বাধীন দেশের পতাকা উত্তোলন করেছেন।' তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ এখনো নানা অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আবার ডাকসুর নেতারা হাল ধরবে বলে বিশ্বাস করি। সেজন্য ডাকসুসহ সব ছাত্র সংসদ দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। তাদের চাওয়াপাওয়া নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই পূরণ করবে।'

ইনকিলাব

যারা ইতিহাস নির্মাণ করে তারা রাজনীতির উর্ধ্বে : ঢাবি ভিসি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : যারা ইতিহাস নির্মাণ করে তারা রাজনীতির উর্ধ্বে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ভিসি প্রফেসর ড. নিয়াজ আহমদ খান। গতকাল রোববার পতাকা উত্তোলন দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমন মন্তব্য করেন ঢাবি ভিসি। ১৯৭১ সালের ২ মার্চ বাংলাদেশের খ্যাতিমান রাজনীতিবিদ আ স ম আব্দুর রবের জাতীয় পতাকা উত্তোলন, স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান এবং পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতিতে তার ভূমিকা ইঙ্গিত করে এমন মন্তব্য করেন প্রফেসর নিয়াজ আহমদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক বটতলায় 'পতাকা উত্তোলন দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন ২ মার্চ বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব আ স ম আব্দুর রব। তবে শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি অনুষ্ঠানে আসতে পারেননি বলে জানা যায়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাবি ভিসি প্রফেসর ড. নিয়াজ আহমদ খান, বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রফেসর ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি (প্রশাসন) প্রফেসর ড. সায়মা হক বিদিশা, স্বাগত বক্তব্য দেন কলা অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. সিদ্দিকুর রহমান খান।অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ। ভিসি ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, ইতিহাস যারা নির্মাণ করে তারা রাজনীতির উর্ধ্বে। আমরা আ.স.ম আব্দুর রবকে ব্যক্তিগত পরিচয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। শারীরিক দুর্বলার কারণে তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি। ঐতিহাসিক এ দিবস উদযাপনে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেছেন। ঢাবি ভিসি আরো বলেন পতাকা উত্তোলন দিবসের আয়োজনটি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হয়েছে। যারা কাজ করেছে এটা সম্পন্ন করতে কাজ করেছেন এবং আয়োজক কমিটির প্রতিটি সদস্য ও আয়োজনে যারা সহযোগিতা করেছে তাদের সকলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তিনি বলেন, আমরা চেষ্টা করবো এ ধরনের আয়োজন নিয়মিত করে যেতে। এ জাতীয় আয়োজন বর্তমান পরিস্থিতিতে তাৎপর্য বহন করে। দেশ নানামুখী প্রতিকূলতা ও ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে ঐক্য ধরে রাখা অত্যন্ত জরুরি। আমরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে গর্বিত উত্তরাধিকার বহন করছি যা আমারকে সাহস দেয়।আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুরো জাতীকেও সাহস দেয়।ঐক্য ধরে রাখতে। এই উদ্যোগগুলো আমরা আরো আন্তরিকতার সাথে আয়োজন করা জরুরি।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৮ ফাল্গুন ১৪৩১

DU in Media

03 March 2025

দৈনিক বাংলা

ঢাবি উপাচার্য

যারা ইতিহাস নির্মাণ করেন তারা রাজনীতির ঊর্ধ্বে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন সংলগ্ন বটতলা প্রাঙ্গণে ঐতিহাসিক 'পতাকা উত্তোলন দিবস' উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেছেন, যারা ইতিহাস নির্মাণ করেন তারা রাজনীতির ঊর্ধ্বে। এসব বিষয়ে রাজনৈতিক পরিচয় দেখতে চাই না। গতকাল রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন সংলগ্ন বটতলা প্রাঙ্গণে ঐতিহাসিক 'পতাকা উত্তোলন দিবস' উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। এর আগে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের সমন্বয়ক ও কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান স্বাগত বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ। এসময় প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদসহ বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, অফিস প্রধান, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সম্মাননীয় অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন আ স ম আব্দুর রব। শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি উপস্থিত হতে পারেন নি। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, আমাদের জাতীয় পরিচয় নির্ধারণে যে কয়টি ঘটনা ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ, তার মধ্যে ২ মার্চ পতাকা উত্তোলন দিবস অন্যতম। ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে এবছরের পতাকা উত্তোলন দিবস নতুন মাত্রা পেয়েছে। ১৯৭১ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন প্রাঙ্গণে অকুতোভয় ছাত্রদের নেতৃত্বে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিলো। এসব ঘটনা আমাদের সাহস জোগায়। ঐতিহাসিক পতাকা উত্তোলনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করার জন্য তিনি তৎকালীন ডাকসু নেতৃবৃন্দ ও ছাত্রনেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে তিনি বলেন, জাতি আজ একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। নানা ষড়যন্ত্র হচ্ছে। এ সময় ঐক্য ধরে রাখা জরুরি। জাতির যেকোনো প্রয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সবসময় পাশে দাঁড়িয়েছে উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, আমরা ইতিহাসের গর্বিত উত্তরাধিকার। আমাদের সামর্থ্য কম। তারপরও অতীতের ন্যায় আমরা ক্ষুদ্র সামর্থ্য নিয়ে বুক চিতিয়ে যেকোনো সমস্যা মোকাবেলায় দাঁড়াতে পারি। জাতীয় জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত উদ্যোগগুলো আমাদের সাহস দেয়। এই দিবসগুলো আন্তরিকতার সঙ্গে আয়োজন করতে চাই। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগ ও নৃত্যকলা বিভাগের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে জাতীয় সংগীত, দেশের গান ও নৃত্য পরিবেশিত হয়। বিজ্ঞপ্তি

নয়া দিগন্ত

যারা ইতিহাস নির্মাণ করে তারা রাজনীতির ঊর্ধ্বে : ঢাবি ভিসি

● ঢাবি প্রতিনিধি

যারা ইতিহাস নির্মাণ করে তারা রাজনীতির ঊর্ধ্বে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ভাইস চ্যান্সেলর (ভিসি) অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান। ১৯৭১ সালের ২ মার্চ আ স ম আব্দুর রবের জাতীয় পতাকা উত্তোলন, স্বাধীন সংগ্রামে অবদান এবং পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতিতে তার ভূমিকাকে ইঙ্গিত করে তিনি এ কথা বলেন।

গতকাল ঢাবির ঐতিহাসিক বটতলায় 'পতাকা উত্তোলন দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন আ স ম আব্দুর রব। তবে, শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি অনুষ্ঠানে আসতে পারেননি।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাবি ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান, বিশেষ অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, সভাপতিত্ব করেন প্রোভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, স্বাগত বক্তব্য দেন কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সিদ্দিকুর রহমান খান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ।

ঢাবি ভিসি বলেন, ইতিহাস যারা নির্মাণ করে তারা রাজনীতির ঊর্ধ্বে। আমরা আ.স.ম আব্দুর রবকে ব্যক্তিগত পরিচয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। শারীরিক দুর্বলতার কারণে উপস্থিত থাকতে পারেননি।ঐতিহাসিক এ দিবস উদযাপনে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেছেন।

ঢাবি ভিসি আরো বলেন, পতাকা উত্তোলন দিবসের আয়োজনটি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হয়েছে। যারা এটা সম্পন্ন করতে কাজ করেছেন এবং আয়োজক কমিটির প্রতিটি সদস্য ও আয়োজনে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তিনি বলেন, আমরা চেষ্টা করব এ ধরনের আয়োজন নিয়মিত করে যেতে। এ জাতীয় আয়োজন বর্তমান পরিস্থিতিতে তাৎপর্য বহন করে। দেশ নানামুখী প্রতিকূলতা ও ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে ঐক্য ধরে রাখা অত্যন্ত জরুরি। আমরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে গর্বিত উত্তরাধিকার বহন করছি যা আমাদেরকে সাহস দেয়। আর তাই পুরো জাতিকে সাহস দেয় ঐক্য ধরে রাখতে। এই উদ্যোগগুলো আমরা আরো আন্তরিকতার সাথে আয়োজন করা জরুরি।

সিদ্দিকুর রহমান খান বলেন, একটি দেশের স্বাধীন সার্বভৌমত্বের প্রতীক জাতীয় পতাকা। যাদের রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি তাদেরকে বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন এবং ২০২৪ এর আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আহতের আরোগ্য কামনা করেন তিনি।

কোষাধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জন্য অবশ্যম্ভাবী ছিল। '৭১ এর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণ করে বলেন তাদের ত্যাগ না থাকলে আমরা এখানে থাকতে পারতাম না। মুক্তিযুদ্ধ কখনো ভুল ছিল না। ২০২৪ সালে এসেও বৈষম্য দূর করতে শহীদ হতে হয়েছে, রক্ত দিতে হয়েছে তেমনি ১৯৭১ সালেও বৈষম্য দূর করতে মুক্তিযুদ্ধ করতে হয়েছিল। বাংলাদেশে যতদিন সব ধরনের বৈষম্য দূর না হয় ততদিন যুদ্ধ চলবে। প্রোভিসি সায়মা হক বিদিশা বলেন, আমরা ঐতিহাসিক দিনে সমবেত হয়েছি। সূচনা হয় পতাকা উত্তলনের মাধ্যমে আর ৯ মাস যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হয়। এ সময় জুলাই অভ্যুত্থানে যারা শহীদ হয়েছেন, রক্ত দিয়েছেন তাদের স্মরণ করেন তিনি।

তিনি আরো বলেন, জাতীয় পতাকা আমাদের ঐক্যের জায়গা। এটা আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করে। সব ধরনের আন্দোলনে বাংলাদেশের মানুষ গণতান্ত্রিক শক্তিতে জাতীয় পতাকাকে সামনে নিয়ে একতাবদ্ধ হয়। আমরা নতুন সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে একতাবদ্ধ হবো।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৮ ফাল্গুন ১৪৩১

DU in Media

03 March 2025

The New Age

Dhaka University vice-chancellor Professor Niaz Ahmed Khan hoists the national flag to mark Flag Hoisting Day on the campus on Sunday. — New Age photo

Flag Hoisting Day observed

DU Correspondent

DHAKA University vice-chancellor professor Niaz Ahmed Khan said on Sunday that those who shaped the country's history stood above politics while referring to ASM Abdur Rab's first hoisting of the national flag on March 2, 1971.

ASM Abdur Rab's contributions to the struggle for independence, and his role in the politics of Bangladesh afterwards must be recognised, the VC added.

'Those who build history rise above politics. We invited ASM Abdur Rab personally. Due to his physical weakness, he could not attend the event marking Flag Hoisting Day today,' said the vice-chancellor.

He made the remarks at a programme held at Dhaka University's historic Battala to observe Flag Hoisting Day.

The DU authorities this year invited ASM Abdur Rab, the veteran figure who hoisted the country's national flag on March 2, 1971.

ASM Abdur Rab expressed his happiness about being invited to celebrate this historic day, he added.

DU vice-chancellor professor Niaz addressed the event as chief guest and professor Mohammad Jahangir Alam Chowdhury as the special guest, while DU pro-vice-chancellor for administration professor Sayema Haque Bidisha presided over the event.

Dean of the Faculty of Arts, professor Siddiqur Rahman Khan, delivered the welcome speech and the event was conducted by registrar Munshi Shams Uddin Ahmed.

On March 2, 1971, then Dhaka University Central Students' Union vice-president ASM Abdur Rob, on behalf of the Swadhin Bangla Chhatra Sangram Parishad, first hoisted the national flag, designed with a golden map of Bangladesh inside a red circle set against a green background, atop the university Arts Building amid tumultuous cheers from the spirited students in a massive gathering.

Jatiya Samjtantrik Dal-JSD had taken programmes to observe the day and central leaders of the party greeted party's president ASM Abdur Rob at his Uttara residence.

Earlier the party held a discussion at the National Press Club on Thursday to mark the day.

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৮ ফাল্গুন ১৪৩১

DU in Media

03 March 2025

The Bangladesh Today

Professor Dr. Niaz Ahmed Khan, the vice chancellor of Dhaka University, spoke at a ceremony commemorating National Flag Day yesterday. Photo: Courtesy

ইত্তেফাক

ঢাবিতে 'পতাকা উত্তোলন দিবস' পালিত

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন সংলগ্ন বটতলায় ১৯৭১ সালের ২ মার্চ সর্বপ্রথম বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এ বছরও নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিনটির স্মরণে ঐতিহাসিক বটতলায় পালিত হয়েছে 'পতাকা উত্তোলন দিবস'।

গতকাল রবিবার সকাল ১০টায় মহান এই দিবস উপলক্ষ্যে কলাভবন সংলগ্ন বটতলায় জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান। এতে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন সংগীত বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, 'আমাদের জাতীয় পরিচয় নির্ধারণে যে কয়টি ঘটনা ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ, তার মধ্যে ২ মার্চ পতাকা উত্তোলন দিবস অন্যতম। ১৯৭১ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন প্রাঙ্গণে অকুতোভয় ছাত্রদের নেতৃত্বে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। এসব ঘটনা আমাদের সাহস জোগায়। ঐতিহাসিক পতাকা উত্তোলনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করার জন্য তিনি তৎকালীন ডাকসু নেতৃবৃন্দ ও ছাত্রনেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে তিনি বলেন, 'দেশ নানামুখী প্রতিকূলতা ও ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে ঐক্য ধরে রাখা অত্যন্ত জরুরি। ঐক্য ধরে রাখতে এই উদ্যোগগুলো আরো আন্তরিকতার সঙ্গে আয়োজন করা জরুরি।'

সমকাল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ২ মার্চ ঐতিহাসিক পতাকা উত্তোলন দিবসের অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন উপাচার্য ড. নিয়াজ আহমদ খানসহ অতিথিরা ❋ সমকাল

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৮ ফাল্গুন ১৪৩১

DU in Media

03 March 2025

দৈনিক আমাদের বার্তা

ইতিহাস নির্মাতারা রাজনীতির ঊর্ধ্বে

■ আমাদের বার্তা, ঢাবি

যারা ইতিহাস নির্মাণ করেন, তারা রাজনীতির ঊর্ধ্বে এমন মন্তব্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২ মার্চ আ স ম আবদুর রব জাতীয় পতাকা উত্তোলন, স্বাধীন সংগ্রামে অবদান

ইতিহাস নির্মাতারা রাজনীতির

প্রথম পাতার পর

এবং পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতিতে তার ভূমিকা ইঙ্গিত করে এ মন্তব্য করেন উপাচার্য।গতকাল রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক বটতলায় 'পতাকা উত্তোলন দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন ২ মার্চ বাংলাদেশ পতাকা উত্তোলন করা সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব আ স ম আবদুর রব। শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি অনুষ্ঠানে আসতে পারেননি বলে জানা যায়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপউপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা।

স্বাগত বক্তব্য দেন কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সিদ্দিকুর রহমান খান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ।

উপাচার্য ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, ইতিহাস যারা নির্মাণ করেন, তারা রাজনীতির ঊর্ধ্বে। আমরা আ স ম আবদুর রবকে ব্যক্তিগত পরিচয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। শারীরিক দুর্বলতার কারণে তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি। ঐতিহাসিক এ দিবস উদযাপনে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেছেন।

ঢাবি উপাচার্য আরো বলেন, পতাকা উত্তোলন দিবসের আয়োজনটি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হয়েছে। যারা কাজটি করেছেন, এটি সম্পন্ন করতে যারা কাজ করেছেন এবং আয়োজক কমিটির প্রতি সদস্য এবং যারা সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবাইকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

উপাচার্য ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, আমরা চেষ্টা করবো, এ ধরনের আয়োজন নিয়মিত করে যেতে। এ জাতীয় আয়োজন বর্তমান পরিস্থিতিতে তাৎপর্য বহন করে।

তিনি বলেন, দেশ নানামুখী প্রতিকূলতা ও ষড়যন্ত্রে মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে ঐক্য ধরে রাখা অত্যন্ত জরুরি। আমরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে গর্বিত উত্তরাধিকার বহন করছি, যা আমারকে সাহস দেয় আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুরে জাতিকেও সাহস দেয়। ঐক্য ধরে রাখতে এই উদ্যোগগুলো আরো আন্তরিকতার সঙ্গে আয়োজন করা জরুরি।

সিদ্দিকুর রহমান খান বলেন, একটি দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের প্রতীক জাতীয় পতাকা। যাদের রক্তের মিনিয়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, তাদেরকে বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

৫২-এর ভাষা আন্দোলন এবং ২০২৪-এর আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আহতের আরোগ্য কামনা করেন তিনি।

কোষাধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জন্য অবশ্যম্ভাবী ছিলো। ৭১-এর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণ করে তিনি বলেন, তাদের ত্যাগ না থাকলে আমরা এখানে থাকতে পারতাম না। মুক্তিযুদ্ধ কখনো ভুল ছিলো না।

উপউপাচার্য সায়মা হক বিদিশা বলেন, আমরা ঐতিহাসিক দিনে সমাবেত হয়েছি। মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয় পতাকা উত্তলনের মাধ্যমে আর ৯ মাস যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হয়।

এ সময় জুলাই অভ্যুত্থানে যারা শহীদ হয়েছেন, রক্ত দিয়েছেন, তাদের স্মরণ করেন তিনি।

তিনি আরো বলেন, জাতীয় পতাকা আমাদের ঐক্যের জায়গা। এটা আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করে। সবধরনের আন্দোলনে বাংলাদেশের মানুষ গণতান্ত্রিক শক্তিতে জাতীয় পতাকাকে সামনে নিয়ে একতাবদ্ধ হয়। আমরা নতুন সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে একতাবদ্ধ হবো।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৮ ফাল্গুন ১৪৩১

DU in Media

03 March 2025

সময়ের আলো

ইতিহাস নির্মাতারা রাজনীতির উর্ধ্বে
পৃষ্ঠা ১১

ঢাবি উপাচার্য

ইতিহাস নির্মাতারা রাজনীতির উর্ধ্বে

● ঢাবি প্রতিনিধি

১৯৭১ সালের ২ মার্চ আ স ম আবদুর রবের জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে তার অবদান উল্লেখ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান বলেছেন, যারা ইতিহাস নির্মাণ করেন, তারা রাজনীতির উর্ধ্বে।

রোববার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক বটতলায় 'পতাকা উত্তোলন দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পতাকা উত্তোলকারী ডাকসুর তৎকালীন ভিপি আ স ম আবদুর রব। তবে শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেননি।

উপাচার্য ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, আমরা চেষ্টা করব দেশের অভ্যুদয়ের স্মৃতিবিজড়িত এ আয়োজনগুলো নিয়মিত করে যেতে। এসব উদযাপন দেশে বিদ্যমান নানামুখী ষড়যন্ত্র এবং প্রতিকূলতার মাঝে গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য বহন করে। দেশের ঐক্য ধরে রাখতে এ আয়োজনগুলো অত্যন্ত জরুরি।

তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের গর্বিত উত্তরাধিকার বহন করছে। এ গর্ব এখনও আমাদের সাহস জোগায়। ফলে আমরা পুরো জাতিকে ঐক্য ধরে রাখার সাহস দেওয়ার চেষ্টা করি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) সায়মা হক বিদিশা বলেন, ২ মার্চ বাঙালি জাতির জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। স্বাধীন বাংলাদেশের সূচনা হয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে। পরে ৯ মাসের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা পূর্ণতা পায়।

'জাতীয় পতাকা উত্তোলন দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ প্রমুখ।

খোলা কাগজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন সংলগ্ন ঐতিহাসিক বটতলা প্রাঙ্গণে গতকাল উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ পতকা উত্তোলন দিবস উদযাপন করেন — খোলা কাগজ

মানবজমিন

যারা ইতিহাস নির্মাণ করেন তারা রাজনীতির উর্ধ্বে: ঢাবি ভিসি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ভিসি প্রফেসর ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেছেন, যারা ইতিহাস নির্মাণ করেন তারা রাজনীতির উর্ধ্বে, এসব বিষয়ে রাজনৈতিক পরিচয় দেখতে চাই না। রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন সংলগ্ন বটতলা প্রাঙ্গণে ঐতিহাসিক 'পতাকা উত্তোলন দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। এর আগে ভিসি জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) প্রফেসর ড. সায়মা হক বিদিশার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের সমন্বয়ক ও কলা অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান স্বাগত বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন আ স ম আব্দুর রব। শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি উপস্থিত হতে পারেননি। ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, আমাদের জাতীয় পরিচয় নির্ধারণে যে ক'টি ঘটনা ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ, তার মধ্যে ২রা মার্চ পতাকা উত্তোলন দিবস অন্যতম। ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে এ বছরের পতাকা উত্তোলন দিবস নতুন মাত্রা পেয়েছে। ১৯৭১ সালের ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন প্রাঙ্গণে অকুতোভয় ছাত্রদের নেতৃত্বে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। এসব ঘটনা আমাদের সাহস জোগায়। ঐতিহাসিক পতাকা উত্তোলনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করার জন্য তিনি তৎকালীন ডাকসু নেতৃবৃন্দ ও ছাত্রনেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে তিনি বলেন, জাতি আজ একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। নানামুখী ষড়যন্ত্র হচ্ছে। এ সময় ঐক্য ধরে রাখা জরুরি। জাতির যেকোনো প্রয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সবসময় পাশে দাঁড়িয়েছে উল্লেখ করে ভিসি বলেন, আমরা ইতিহাসের গর্বিত উত্তরাধিকার। আমাদের সামর্থ্য কম। তারপরও অতীতের ন্যায় আমরা ক্ষুদ্র সামর্থ্য নিয়ে বুক চিতিয়ে যেকোনো সমস্যা মোকাবিলায় দাঁড়াতে পারি। জাতীয় জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত উদ্যোগগুলো আমাদের সাহস দেয়।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

খবরের কাগজ

ঢাবিতে ঐতিহাসিক পতাকা উত্তোলন দিবস উদযাপিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) ঐতিহাসিক পতাকা উত্তোলন দিবস উদযাপিত হয়েছে। গতকাল রবিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনসংলগ্ন বটতলায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিবসটির আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। এ সময় শিক্ষার্থীরা জাতীয় সংগীত, দেশের গান ও নৃত্য পরিবেশন করেন।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এ সময় উপাচার্য বলেন, 'আমাদের জাতীয় পরিচয় নির্ধারণে যে কয়টি ঘটনা ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ, তার মধ্যে ২ মার্চ পতাকা উত্তোলন দিবস অন্যতম। ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে এ বছরের পতাকা উত্তোলন দিবস নতুন মাত্রা পেয়েছে। ১৯৭১ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন প্রাঙ্গণে অকুতোভয় ছাত্রদের নেতৃত্বে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। এসব ঘটনা আমাদের সাহস জোগায়। ঐতিহাসিক পতাকা উত্তোলনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করার জন্য তৎকালীন ডাকসু নেতারা ও ছাত্রনেতাদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।'

দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে নিয়াজ আহমদ খান বলেন, 'জাতি আজ একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। নানামুখী ষড়যন্ত্র হচ্ছে। এ সময়ে ঐক্য ধরে রাখা জরুরি। যারা ইতিহাস নির্মাণ করেন তারা রাজনীতির ঊর্ধ্বে। এসব বিষয়ে রাজনৈতিক পরিচয় দেখতে চাই না।'

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান খান প্রমুখ। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদসহ বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, বিভাগের চেয়ারম্যান, ইনস্টিটিউটের পরিচালক, অফিস প্রধান, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সম্মাননীয় অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন আ স ম আব্দুর রব। শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি।

এদিকে একই দিবসকে ঘিরে পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত পরিবেশনা কর্মসূচি পালন করেছে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ। বেলা ৩টায় ঢাবির ঐতিহাসিক বটতলায় সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সংসদ ও ঢাবি সংসদের সমন্বয়ে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। প্রসঙ্গত, ১৯৭১ সালের অগ্নিঝরা ২ মার্চ ঢাবির বটতলায় এক ছাত্র সমাবেশে ডাকসুর তৎকালীন সহসভাপতি আ স ম আবদুর রব সর্বপ্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এর পরের দিন বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ছাত্রনেতা শাজাহান সিরাজ। এরপর ২৩ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধানমন্ডির বাসভবনে নিজ হাতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

জাতীয় পতাকা উত্তোলন দিবসে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় পতাকা উত্তোলন করেন নবগঠিত গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের নেতাকর্মীরা খবরের

কালের কণ্ঠ

ঐতিহাসিক 'পতাকা উত্তোলন দিবস' উপলক্ষে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন সংলগ্ন বটতলায় পতাকা উত্তোলন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান। ছবি : কালের কণ্ঠ

ঢাবি উপাচার্যের মন্তব্য

ইতিহাস নির্মাতারা রাজনীতির ঊর্ধ্বে

ঢাবি প্রতিনিধি ▷

যাঁরা ইতিহাস নির্মাণ করেন, তাঁরা 'রাজনীতির ঊর্ধ্বে' বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান। ঐতিহাসিক 'পতাকা উত্তোলন দিবস' উপলক্ষে রবিবার বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন ১৯৭১ সালের ২ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলনকারী সাবেক ছাত্রনেতা আ স ম আবদুর রব। তবে শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি অনুষ্ঠানে আসতে পারেননি।

নিয়াজ আহমদ খান বলেন, 'দেশ নানামুখী প্রতিকূলতা ও ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে ঐক্য ধরে রাখা অত্যন্ত জরুরি। ঐক্য ধরে রাখতে এই উদ্যোগগুলো আরো আন্তরিকতার সঙ্গে আয়োজন করা জরুরি।'

১৯৭১ সালের ২ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন সে সময়কার ছাত্রনেতা আ স ম আব্দুর রব। শিবনারায়ণ দাশের নকশায় তৈরি ওই জাতীয় পতাকার মাঝখানে ছিল বাংলাদেশের মানচিত্র।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন সিদ্দিকুর রহমান খান বলেন, 'একটি দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের প্রতীক জাতীয় পতাকা। যাঁদের রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, তাঁদের বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদের সঞ্চালনায় এবং উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

দৈনিক বর্তমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'পতাকা উত্তোলন দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষে রবিবার কলাভবন সংলগ্ন ঐতিহাসিক বটতলা প্রাঙ্গণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এসময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং অনুষ্ঠানের সমন্বয়ক ও কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান উপস্থিত ছিলেন -বর্তমান

ঐতিহাসিক পতাকা উত্তোলন দিবস উদযাপিত

যাঁরা ইতিহাস নির্মাণ করেন তাঁরা রাজনীতির উর্ধ্বে : ঢাবি উপাচার্য

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেছেন, যাঁরা ইতিহাস নির্মাণ করেন তাঁরা রাজনীতির উর্ধ্বে। এসব বিষয়ে রাজনৈতিক পরিচয় দেখতে চাই না। রবিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন সংলগ্ন বটতলা প্রাঙ্গণে ঐতিহাসিক 'পতাকা উত্তোলন দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

যারা ইতিহাস নির্মাণ

অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। এর আগে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের সমন্বয়ক ও কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান স্বাগত বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ। এসময় প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদসহ বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, অফিস প্রধানগণ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সম্মাননীয় অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন আ স ম আব্দুর রব। শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি উপস্থিত হতে পারেন নি।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, আমাদের জাতীয় পরিচয় নির্ধারণে যে কয়টি ঘটনা ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ, তার মধ্যে ২ মার্চ পতাকা উত্তোলন দিবস অন্যতম। ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে এবছরের পতাকা উত্তোলন দিবস নতুন মাত্রা পেয়েছে। ১৯৭১ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন প্রাঙ্গণে অকুতোভয় ছাত্রদের নেতৃত্বে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিলো। এসব ঘটনা আমাদের সাহস জোগায়। ঐতিহাসিক পতাকা উত্তোলনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করার জন্য তিনি তৎকালীন ডাকসু নেতৃবৃন্দ ও ছাত্রনেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে তিনি বলেন, জাতি আজ একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। নানামুখী ষড়যন্ত্র হচ্ছে। এসময় ঐক্য ধরে রাখা জরুরি। জাতির যেকোনো প্রয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সবসময় পাশে দাঁড়িয়েছে উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, আমরা ইতিহাসের গর্বিত উত্তরাধিকার। আমাদের সামর্থ্য কম। তারপরও অতীতের ন্যায় আমরা ক্ষুদ্র সামর্থ্য নিয়ে বুক চিতিয়ে যেকোনো সমস্যা মোকাবেলায় দাঁড়াতে পারি। জাতীয় জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত উদ্যোগগুলো আমাদের সাহস দেয়। এই দিবসগুলো আন্তরিকতার সঙ্গে আয়োজন করতে চাই।

অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগ ও নৃত্যকলা বিভাগের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে জাতীয় সংগীত, দেশের গান ও নৃত্য পরিবেশিত হয়।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৮ ফাল্গুন ১৪৩১

DU in Media

03 March 2025

The Country Today

Those who make history are above politics: DU VC

DU Correspondent

Dhaka University Vice Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmed Khan said that those who make history are above politics. I do not want to see political identities in these matters.

He said this while speaking as the chief guest at a program organized to celebrate the historic 'Flag Hoisting Day' at the Battala premises adjacent to the University's Kala Bhavan on Sunday. Earlier, Vice Chancellor Prof Dr. Niaz Ahmed Khan inaugurated the program by hoisting the national flag.

The program was presided over by Dhaka University Pro-Vice Chancellor (Admin) Prof Dr. Saima Haque Bidisha, and Treasurer Prof Dr. M Jahangir Alam Chowdhury spoke as a special guest. Program coordinator and Dean of the Faculty of Arts Prof Dr. Mohammad Siddiqur Rahman Khan delivered the welcome speech. Acting Registrar Munshi Shams Uddin Ahmed conducted the program. Proctor Associate Professor Saifuddin Ahmed, Deans of various faculties, Provosts of various halls, Chairmen

Continued to page 2

Those who make history

of various departments, Directors of various institutes, Office Heads, Teachers, Students, Officers and Staff were present at the program. ASM Abdur Rab was invited as the guest of honor. He could not attend due to physical illness.

The Daily Observer

Dhaka University Vice-Chancellor Prof Niaz Ahmed Khan hoists the national flag while inaugurating Flag Hoisting Day programmes at the university on Sunday commemorating the first hoisting of the national flag of Bangladesh on March 2 in 1971.

PHOTO : OBSERVER

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৮ ফাল্গুন ১৪৩১

DU in Media

03 March 2025

দেশ রুপান্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় গতকাল ঐতিহাসিক পতাকা দিবসে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ফোকাস বাংলা

The Daily Sun

Dhaka University Vice-Chancellor Prof Niaz Ahmed Khan inaugurates the Flag Hoisting Day programme on Sunday by hoisting the national flag on the Battala premises in front of the Arts Faculty on the campus. -FOCUS BANGLA

বণিক বার্তা

পতাকা উত্তোলন দিবসে ঢাবি উপাচার্য

ইতিহাস যারা নির্মাণ করেন তারা রাজনীতির ঊর্ধ্বে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেছেন, 'ইতিহাস যারা নির্মাণ করেন, তারা রাজনীতির ঊর্ধ্বে।' ১৯৭১ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলনকারী আ স ম আব্দুর রবের সংগ্রাম ও বাংলাদেশের রাজনীতিতে তার ভূমিকার কথা উল্লেখ করে তিনি এ মন্তব্য করেন।

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক বটতলায় পতাকা উত্তোলন দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। তবে শারীরিক অসুস্থতার কারণে আ স ম আব্দুর রব অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন ঢাবির উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা। স্বাগত বক্তব্য দেন কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সিদ্দিকুর রহমান খান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ।

স্বদেশ প্রতিদিন

গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন সংলগ্ন বটতলা প্রাঙ্গণে ঐতিহাসিক 'পতাকা উত্তোলন দিবস' উদযাপন ● স্বদেশ প্রতিদিন

যারা ইতিহাস নির্মাণ করেন তারা রাজনীতির উর্ধ্বে

● নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ঐতিহাসিক পতাকা উত্তোলন দিবস উপলক্ষে বলেছেন, যারা ইতিহাস নির্মাণ করেন তারা রাজনীতির উর্ধ্বে। এসব বিষয়ে রাজনৈতিক পরিচয় দেখতে চাই না।

গতকাল রোববার ২ মার্চ রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন সংলগ্ন বটতলা প্রাঙ্গণে ঐতিহাসিক 'পতাকা উত্তোলন দিবস' উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এর আগে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

উপাচার্য বলেন, আমাদের জাতীয় পরিচয় নির্ধারণে যে কয়টি ঘটনা ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ, তার মধ্যে ২ মার্চ পতাকা উত্তোলন দিবস অন্যতম। ছাত্র-[illegible]ার গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে এবছরের পতাকা উত্তোলন দিবস নতুন মাত্রা পেয়েছে। তিনি বলেন, ১৯৭১ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন প্রাঙ্গণে অকুতোভয় ছাত্রদের নেতৃত্বে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। এ সব ঘটনা আমাদের সাহস জোগায়। ঐতিহাসিক পতাকা উত্তোলনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করার জন্য তিনি তৎকালীন ডাকসু নেতৃবৃন্দ ও ছাত্রনেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে উপাচার্য বলেন, জাতি বর্তমানে একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। নানামুখী ষড়যন্ত্র হচ্ছে। এসময় ঐক্য ধরে রাখা জরুরি। জাতির যে কোনো প্রয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সবসময় পাশে দাঁড়িয়েছে উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, আমরা ইতিহাসের গর্বিত উত্তরাধিকার। আমরা যে কোনো সমস্যা মোকাবিলায় দাঁড়াতে পারি। জাতীয় জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত উদ্যোগগুলো আমাদের সাহস দেয়। এই দিবসগুলো আন্তরিকতার সঙ্গে আয়োজন করতে চাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের সমন্বয়ক ও কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান স্বাগত বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ। এ সময় প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদসহ বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, অফিস প্রধানরা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগ ও নৃত্যকলা বিভাগের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে জাতীয় সংগীত, দেশের গান ও নৃত্য পরিবেশিত হয়।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৮ ফাল্গুন ১৪৩১

DU in Media

03 March 2025

বর্তমান

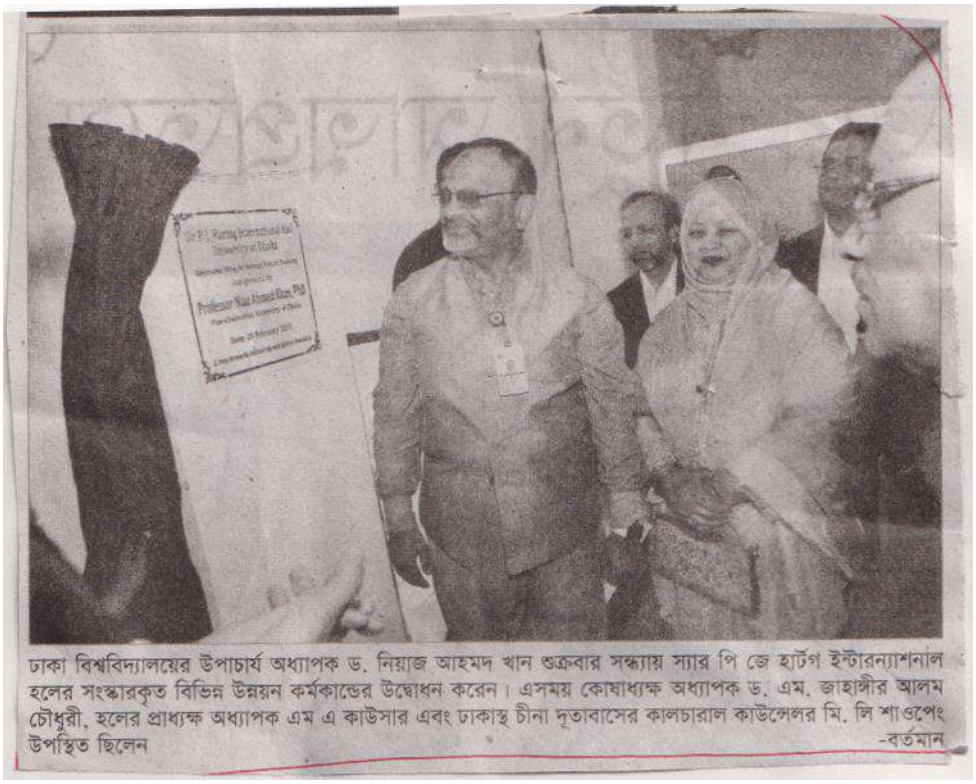

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান শুক্রবার সন্ধ্যায় স্যার পি জে হার্টগ ইন্টারন্যাশনাল হলের সংস্কারকৃত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের উদ্বোধন করেন। এসময় কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক এম এ কাউসার এবং ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলর মি. লি শাওপেং উপস্থিত ছিলেন -বর্তমান

ইনকিলাব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা ও পুনর্মিলনী গতকাল শনিবার কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি

প্রতিদিনের সংবাদ

ঢাবি গণিত অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের পুনর্মিলনী

● ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) গণিত অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা ও পুনর্মিলনী গত শুক্রবার কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঢাবি গণিত অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ড. মোহাম্মদ তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, গণিত বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক শাপলা শিরিন এবং ফলিত গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ফেরদৌস বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী এবং পিরোজপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শহীদুল ইসলাম অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। সংগঠনের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মো. মনসুর রহমান ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বিভাগের সার্বিক উন্নয়নে গণিত অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের অবদান তুলে ধরে বলেন, সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি, অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অ্যালামনাইদের কার্যক্রম আরো সম্প্রসারণ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করার জন্য তিনি গণিত বিভাগের অ্যালামনাইদের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত ১৫জন অধ্যাপককে সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের ২য় পর্বে স্মৃতিচারণ, র‍্যাফেল ড্র ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৮ ফাল্গুন ১৪৩১

DU in Media

03 March 2025

দৈনিক বাংলা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা ও পুনর্মিলনী গত শনিবার কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

ঢাবি গণিত অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের পুনর্মিলনী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা ও পুনর্মিলনী গত শনিবার কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ড. মোহাম্মদ তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, গণিত বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক শাপলা শিরিন এবং ফলিত গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ফেরদৌস বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী এবং পিরোজপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শহীদুল ইসলাম শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন। সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. মনসুর রহমান ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বিভাগের সার্বিক উন্নয়নে গণিত অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের অবদান তুলে ধরে বলেন, প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি, অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অ্যালামনাইদের কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণ করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করার জন্য তিনি গণিত বিভাগের অ্যালামনাইবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত ১৫ জন অধ্যাপককে সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের ২য় পর্বে স্মৃতিচারণ, র‍্যাফেল ড্র ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। বিজ্ঞপ্তি